I R.N N0. 2532/57 | Ph-266228(Press), STD 03483, M-8436330907 P. Regd. No.MSD/05/2010-12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ – জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং – 03483-264271
M- 9434637510
পরিবেশ দূষণ মুক্ত করতে বৃক্ষরোপণ করুন। ভু-গর্ভস্থ জলের অপচয় রুখতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করুন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
সোমনাথ সিংহ - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

১০২ বর্ষ
২৪শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ, ১লা অগ্রহায়ণ, ১৪২২
১৮ই, নভেম্বর ২০১৫
নগদ মূল : ২ টাকা
বার্ষিক ১০০, সডাক ১৮০ টাকা

৪৬ জন গ্রুপ ডি কর্মী নিয়োগের নেপথ্যে ধুলিয়ান পুরসভায় যা চলেছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : ধুলিয়ান পুরসভায় সম্প্রতি ৪৬ জন গ্রুপ ডি কর্মী নিয়োগ নিয়ে একটা ব্যাপক দুর্নীতির ঝড় বয়ে গেল। এই নিয়োগকে ব্যাপক এলাকায় সারা জাগাতে দৈনিক ও লোকাল পত্রিকায় একাধিকবার বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয়। তার ফলে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত কান্দী, ভরতপুর, বেলডাঙ্গা, লালগোলা, ফরাক্কা, জঙ্গিপুর ইত্যাদি জায়গা থেকে ৭/৮ হাজার প্রার্থীর দরখাস্ত জমা পড়ে। নির্দিষ্ট ফরমের জন্য প্রার্থী পিছু ৫০০ টাকা জমা দিতে হয় দপ্তরে। তিন দিন ধরে ইন্টারভিউ এর নামে প্রহসন চলে সেখানে। প্রার্থীর সাথে তার বাবা মা বা দাদা দিদি ধুলিয়ানে অবস্থান করেন। বাইরের লোকের আগমনে এলাকা সরগরম হয়ে ওঠে। অথচ দেখা যাচ্ছে পুর এলাকার বাইরের একজনও ঐ পদে মনোনীত হননি। নিয়োগের ক্ষেত্রে ৪৬ জনের মধ্যে ২১ জন কাউন্সিলারের ভাগে ২ জন করে বরাদ্দ করা হয়। যে সব ওয়ার্ডে তৃণমূল প্রার্থীকে পরাজিত করে বিরোধীরা কাউন্সিলার হয়েছেন, যে

(৪ পাতায়)

তৃণমূলের ব্লক সভাপতি আক্রান্ত

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-২ তৃণমূলের ব্লক সভাপতি মহঃ আব্দুল ওয়াজেদ ও কার্য্যকরী সভাপতি সিরাজুল ইসলাম ১১ নভেম্বর রাতে দুষ্কৃতীদের আক্রমণে গুরুতর আহত হন। ঐ দিন রাত ৯-৩০ নাগাদ সম্মতিনগর লাগোয়া রণজিৎপুর থেকে কর্মীসভা করে ২টি মোটর সাইকেলে দুজনে বাড়ী ফিরছিলেন। তেঘরী পার হতেই কয়েকজন রাস্তা ঘিরে লাঠি ও লোহার রড দিয়ে দু'জনকে আক্রমণ করে। ওয়াজেদ সাহেবের মাথা লক্ষ্য করে রড় চালালে তার হেলমেটটি চুরমার হয়ে কপালে ও নাকে গুরুতর আঘাত লাগে। সেরাজুলও দেহের কয়েক জায়গায় আঘাত পান। ঐ অবস্থায় তাঁরা দু'জনে সিরাজুলের কাঁটাখালি গ্রামে ঢুকে পড়লে দুষ্কৃতীরা গা ঢাকা দেয়। আহত দু'জনকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশের কাছে অভিযোগ জানানো হয়। সংবাদ লেখা পর্যন্ত কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। উল্লেখ্য, ১ সেপ্টেম্বর '১৫ মহঃ আব্দুল ওয়াজেদ জেলা সভাপতি মান্নান হোসেনের নির্দেশে দ্বিতীয় দফায় ব্লক সভাপতির দায়িত্ব পান। প্রথমবার পাঁচ মাসের মাথায় ওয়াজেদ মাষ্টারকে

(৪ পাতায়)

পার্ক বেসামাল–সেখানে মুড়ির চাল শুকোচ্ছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর পুরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের মাষ্টারপাড়ায় গত পুর ভোটের মুখে একটি পার্ক তৈরী হয়। প্রায় ১৫০ ফুট জায়গা তারের বেড়া দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়। চিত্তবিনোদন ও সৌন্দর্যায়নের জন্য সেখানে আকর্ষণীয় নানা ধরনের গাছ, বসার ব্যবস্থা, আলোর ব্যবস্থা, রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশনের ব্যবস্থা থাকবে শোনা যায়। কিন্তু অনেক দিন চলে গেলেও কোন কিছু সেখানে হয়নি। বেড়া তারে ঘেরা নিরাপদ জায়গায় সেখানে অরুণ ঘোষের মুড়ি মিলের চাল শুকোয়।

এত টাকা চার্জ কেন ?

নিজস্ব সংবাদদাতা : ষ্টেট ব্যাঙ্ক জঙ্গিপুর শাখায় এ.টি.এম-এর মাধ্যমে ৪৯,০০০ হাজার টাকা পর্যন্ত জমা দেয়ার পৃথক কাউন্টার চালু হয়েছে। অনেক গ্রাহকের অভিযোগ, সেখানে ৫,০০০ বা ১০,০০০ হাজার টাকা জমা দিতে গেলেও ২৫.০০ টাকা কেটে নেয়া হচ্ছে। সামান্য টাকার ক্ষেত্রে ২৫.০০ টাকা কেটে নেয়া কি যুক্তি সঙ্গত ? এ প্রশ্ন গ্রাহক সাধারণের।

পার্কে মদ গাঁজা

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাটে গঙ্গার ধারকে দৃষ্টিনন্দন করতে জঙ্গিপুরের সাংসদ অভিজিৎ মুখার্জী তৎপর হন। সেখানে স্নানের ঘাট, বায়ুসেবীদের জন্য বসার বেঞ্চ ইত্যাদি তৈরী করে দেয়া হয়। কিন্তু বর্তমানে প্রাচীর ঘেরা পার্কের মধ্যে আর আলো জ্বলে না। সেখানে চলছে মদ্যপ ও গাঁজারিদের বেয়ারাপনা। দামী দামী মোটর সাইকেলের মেলা এলাকাকে ক্রমশ কলুষিত করে তুলছে।

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইকত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১লা অগ্রহায়ণ, বুধবার, ১৪২২

পরিণাম শুভ নয়

এই রাজ্যের সীমান্ত এলাকার অনেক স্থান দেখভালের অভাবে বেসামাল হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া প্রকাশ। সম্প্রতি এক প্রতিবেদন হইতে জানা যায় যে, বিএসএফ ও পুলিশের তৎপরতা সত্ত্বেও সীমান্ত এলাকার ধুলিয়ান, নিমতিতা, অরঙ্গাবাদ ও সেকেন্দরা, মিঠিপুর, সম্মতিনগর, বরজংলা, লালগোলা প্রভৃতি অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে নিত্যদিন নিয়মিত বাংলাদেশীদের ভিড় লাগিয়া থাকে। সীমান্ত এলাকায় বিএসএফ-এর ক্যাম্প রহিয়াছে, অথচ নিয়মিত দলে দলে ভারতে অনুপ্রবেশ কীভাবে ও কেন হয়, এই প্রশ্ন শুধু সীমান্ত অঞ্চলের মানুষদেরই নহে ; আপামর জনগণের। আরও খবর, রঘুনাথগঞ্জ শহর লাগোয়া উমরপুরের একটি হোটেলে বাংলাদেশী চোরাকারবারীদের অবাধ গতায়াত ও অবস্থান চলিতেছে। ইহার পরিণাম কী ?

আরও জানা যায় যে, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য গোয়েন্দা বিভাগ এই জেলার অনুমোদিত ও অননুমোদিত মাদ্রাসাগুলির উপর নজর রাখিতেছে এই ধারণায় যে, হয়ত সন্ত্রাসবাদীরা এই সব স্থানে থাকিয়া দেশবিরোধী কার্যে লিপ্ত হইতে পারে। তবে বিএসএফ সীমান্ত এলাকায় ক্যাম্পে থাকা সত্ত্বেও কেন যে সুযোগসন্ধানী মানুষ দলে দলে প্রতিবেশী রাষ্ট্র হইতে ভারতে প্রবেশ করিতেছে, রেশনকার্ড বাগাইতেছে, ভোটার চিহ্নিত হইতেছে এবং আরও কত কী অপকর্মে লিপ্ত হইতেছে, তাহা হয়ত অনেকেরই জানা। তবে সীমান্ত এলাকায় বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের পণ্যসামগ্রীর গরু-মোষ চলাচলের রমরমা আজিকার ব্যাপার নহে, দীর্ঘদিনের। আর সরিষা ভুত তাড়াইবে কি, হয়ত স্বয়ং ভূত হইয়া যায়। রাজনৈতিক দলগুলি অনুপ্রবেশের ব্যাপারে 'মহদুদ্দেশ্যে' নাকি চক্ষু-কর্ণ-মুখ বন্ধ করিতেছে।

কিন্তু ইহা অনস্বীকার্য নহে যে, দেশের মধ্যে অনেক মসজিদ আজ উপাসনার পবিত্র স্থান হইলেও জঙ্গীদের আশ্রয়-আস্তানায় পরিণত হইতেছে এবং সেই পবিত্র স্থল হইতে জঙ্গী তৎপরতা চালাইবার জন্য ইসলাম বিরোধী কর্মে লিপ্ত হইতেছে। সারা ভারতের রন্ধ্রে রন্ধ্রে মনে হয়, জঙ্গীরা অনুপ্রবিষ্ট। থাকিয়া থাকিয়া এক একবারের হানায় সকলের অর্থাৎ প্রশাসক, নিরাপত্তাবিধায়ক, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ প্রভৃতির চমক ভাঙ্গে। কিন্তু কাজের কী হইতেছে ? গোয়েন্দা বিভাগ (কেন্দ্রের ও রাজ্যের) কী তৎপরতা দেখাইতেছে ? নিরাপত্তাকর্মীরা জনজীবন কতটা নিরাপদ করিতেছে ? জঙ্গী-সন্ত্রাসবাদী-পাক আই এস আই-এর মোকাবিলা কীভাবে করা যায়, ভাবিতে হইবে। সীমান্ত সম্পর্কে হুঁশিয়ার থাকা একান্ত প্রয়োজন ; নতুবা পরিণাম শুভ হইবে না।

মানসিকতায় দাসত্বের ধারা

অনুপ ঘোষাল

স্বাধীনতা লাভ দীর্ঘ বছর হল। কিন্তু তার আগে বেশ কয়েকশ বছর বিদেশী শাসনে থেকে থেকে ভারতবাসীর রক্তের মধ্যেই এইড্‌স ভাইরাসের মত দাসত্বের বীজ ঢুকে গেছে। গোটা জাতির 'টোটাল ব্লাড ট্রান্সফিউশান' না করলে বোধহয় সে-দোষ যাবার নয়। যে ভাবেই হোক, স্বাধীনতা তো আমরা পেয়েছি। কিন্তু সেই মজ্জাগত দোষ যা কয়েকশ বছর ধরে সঞ্চিত-লালিত ; তা হঠাৎ এই পঞ্চাশ ষাট বছরে মুছে যেতে পারে কি ? আজও আমরা মানসিকতায় দাসানুদাস।

চিঠিপত্রের শেষে তো এই সেদিনও লেখা হল--'ইয়োর মোষ্ট অবিডিয়েন্ট সারভেন্ট'। কেননা এখনও বৈষ্ণববিনয়বশত: লেখেন। কিন্তু যাঁরা লেখেন না, তাঁদের মধ্যেও কেউ কেউ কথাটির সারবস্তু মেনেই নেন জীবনে। লক্ষ্য করে থাকবেন--কোন 'সায়েবসুবো' অধঃস্তন কর্মচারীদের কাজকর্ম পরিদর্শনে এলে কর্মচারীরা হাত কচলাতে কচলাতে অনবরত 'স্যার-স্যার' করেই চলেন। যেন অতিরিক্ত স্যার-স্যার করলে এবং 'স্যার'টি তাদের সাতখুন মাফ করে দেবেন। অফিস-কাছারিতে নিজের কাজটুকু ঠিকঠাক করলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়। সাদা চামড়ার লালমুখো সাহেব তো নয়, হাতে গলা কেটে নেবে। কাজকর্মে ভুল তো সে-সব সাহেবসুবোদেরও হয়।

'ডি এম' এবং 'এস ডিও'--শব্দপুঞ্জ দুটির আমরা সেই দাস মানসিকতাতেই বাংলা তর্জমা করেছি--'জেলা শাসক', 'মহকুমা শাসক'। এ কী মনসবদারি নাকি, শাসন করার কী আছে ? ডি এম-কে জেলা সমাহর্তা বললেই তো হয় আর এস ডিও-র সঠিক অনুবাদ করলে দাঁড়ায় মহকুমা আধিকারিক, অনেক শোভন উচ্চারণ। কোন লোককে বেমক্কা 'শাসক-শাসক' বলতে থাকলে তার মগজে শাসকের পোকা ঢুকে যাওয়াটাই তো স্বাভাবিক ! যথেচ্ছ মার্কস্ চর্চার সুযোগে আমাদের জানতে কি বাকি আছে শাসকশ্রেণী শোষকশ্রেণীতে রূপান্তরিত হতে বেশীদিন সময় নেয় না ? ট্রেন-বাসের ভিড়ে দণ্ডায়মান শিক্ষককে দেখে সিট পেয়ে বসে থাকা তাঁর ছাত্রকে খবর কাগজে মুখ ঢেকে নিজেকে আড়াল করতে কিংবা কয়েক বছরের পুরনো ছাত্র হলে মাষ্টারমশাইকে না চেনার ভান করতে দেখেছি ; পাছে আসনটি ছেড়ে দিতে হয় ! কিন্তু কোন উর্দি চাপানো দারোগা যদি বাস ট্রেনে জায়গা না পান, তাঁর মুখ চেনা (বা অচেনাও) বহু জন তাদের নিজেদের সিটটা ছাড়বার সুযোগ পেলে কৃতার্থ হয়ে যান। এখনও আমরা কোন মন্ত্রির তেমন পরিচয় শুনলে উল্লসিত হয়ে উঠে বলি,--হবে না, উনি অমুক রাজবাড়ির ছেলে যে, নেতা নির্বাচন করতে গেলে ঘুরেফিরে সেই কয়েকটি পরিবারের কথাই এসে যায়। অনেক গ্রামেই দেখবেন--অমুক বনেদী বাড়ির ঠাকুর্দা

(৩ পাতায়)

আধুনিক বাংলা গানের চড়াই-উৎরাই

সাধন দাস

বাংলা আধুনিক গানের একটা সোনালী অধ্যায়কে যে চিরকালের জন্য আমরা পেছনে ফেলে এসেছি--একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। গত শতাব্দী শেষ হবার দু'দশক আগেই সেই স্বর্ণচাপা গানের দিন মরীচিকার মতো বিলীন হয়ে গেছে। এখন কদাচিৎ সেই সব দিনের গান অতিক্রান্ত বসন্তের কোকিলের বিরল ডাকের মতো চকিতে শোনা যায়।

গানের প্রসঙ্গ উঠলেই আজকের প্রজন্মকে বলতে শুনেছি--'সে যুগের গানের মধ্যে সমকালের কোনো ছায়া পড়ে নি কিম্বা 'তুমি আর আমি'র প্যানপ্যানানিতে ভরা বড্ড জোলো লিরিক কেমন করে যে এতদিন বেঁচে থাকলো--ভাবতে অবাক লাগে। একসময়ের স্বর্ণালী সেইসব গানে বুঁদ হয়ে থাকা (এখনও ভীষণ দূর্বল) এই পরিণত 'আমি' কথাটা নিয়ে ভাবতে বসলে দেখি, অভিযোগটা খুব একটা মিথ্যা নয়।

বাংলা কবিতা যেখানে স্বপ্নমগ্ন রবীন্দ্রপ্রভাব মুক্ত হয়ে বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ দাশের হাত ধরে তিরিশের দশকেই সাবালক হয়ে উঠেছে, বাংলা গান সেখানে আরও অর্ধশতাব্দীর বেশি ধরে কেমন করে অতি-রোমাণ্টিকতার অনুবর্তন করে চললো, তা তো কোনদিন ভেবে দেখিনি। ভিয়েতনামে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, পশ্চিমবঙ্গে নকশাল অন্দোলন, রাষ্ট্রপতিশাসন, খাদ্য আন্দোলন, পুলিশী অত্যাচার, বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু, উদ্বাস্তু সমস্যা--কোনো অস্থিরতাই কি বাংলা আধুনিক গানকে স্পর্শ করে নি ?

তাছাড়া 'তুমি আমার ওগো তুমি যে আমার'--জাতীয় গানের তালিকা খুব একটা খাটো হবে না, যেগুলির লিরিক সত্যিই বড় অগভীর ও হালকা। তবুও তো একথা ঠিক, পঞ্চাশ থেকে আশির দশক পর্যন্ত একটা দীর্ঘ সময় সঙ্গীতপ্রেমী আপামর বাঙালী একটা ঘোরের মধ্যে আচ্ছন্ন ছিলো। বাহ্যিক অস্থিরতা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বাংলা গানেই কি বাঙালি আশ্রয় খুঁজেছিল, নাকি রাজনৈতিক ও সামাজিক উত্তাপ গড় বাঙালির গায়ে কোনো আঁচ ফেলতেই পারে নি ? মোট কথা, এত দীর্ঘ সময় কোন্ যাদুবলে মুগ্ধ ছিল বাঙালি ? লিরিকের দৈন্য কি ছাপিয়ে উঠেছিল সুরের সম্পদ ? এই কৃতিত্বের সবটুকুই কি প্রাপ্য ক্ষণজন্ম সুরকার হিমাংশু দত্ত, অনুপম ঘটক, নচিকেতা ঘোষ, অমল চট্টোপাধ্যায়, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, শচীনদেব বর্মনদের ? এই সময়েই এক স্বতন্ত্র ঘরানা সৃষ্টি করে আপন জায়গা দখল করে নিয়েছিলেন সলিল চৌধুরীও।

সেকালের বাংলা গানের সুর কি সেকালের জীবন নিঃসৃত ছিল না ? যে-সুর বাজলেই শরৎ-হেমন্তের চাঁপারং দুপুরের রোদে

(৩ পাতায়)

মণ্টু এলো গঞ্জে (৩)

চিত্ত মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিত পর)....রাজ্যে অজস্র কর্মীকে খুন করলো সি.পি.এম নকশাল। দলের কর্মীদের মিসা করলো সিদ্ধার্থ রায়। তাই সদলবলে রাইটার্স ছেড়ে পালাতে পথ পেল না। জ্যোতিবাবুর অভিষেক হলো। যুক্তফ্রন্ট আমলে যারা মাখন খেতো দলের কাজ না করেই, সিদ্ধার্থর আমলে তারাই ক্ষীর খেল, আবার বামফ্রন্টের জ্যোতিবাবুর আমলেও জার্সি বদল করে তারাই সপুত্র ননীর ভাঁড় দখলে রাখলো। আপাতত তারা বংশানুক্রমে মমতার দলে। মহাজাতি সদনে জ্যোতি বাবুদের আগমন বার্তার আগাম ভবিষৎবাণী করেছিলেন যে মানুষটা– আপদমস্তক সৎ, নির্ভীক, স্পষ্টবাদী, তিনি আজ বেহালার বাড়িতে স্বেচ্ছা নির্বাসনে রাজ্যের সাধারণ সম্পাদকের পদ হেলায় ছুঁড়ে ফেলে কংগ্রেস করার প্রায়শ্চিত্ত করছেন। তিনি ছাত্র মহলের বেতাজ বাদশা কুমুদ ভট্টাচার্য্য। প্রিয়দা আজ বেঁচে থাকলেও নেই। ২০০৬ এ মন্টুকে চিঠি দিয়েছিলেন তুই সম্বোধন করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর প্যাডে। তারপরই চিরনীরব, চিরশয্যাশায়ী। মন্টুর মনে আছে প্রিয় বলেছিলেন তোর মুর্শিদাবাদে কিছু হবেনা, তোকে উঠতে দেবেনা। মরবি। কোলকাতায় চলে আয়, বিশ্ববিদ্যালয় দিয়ে শুরু কর, আমি ঠিক তুলে নেব।" এই পথ ধরে সুদীপরা আজো করে খাচ্ছে। গেঁয়ো মন্টু বাপ-মা বাড়ি ছেড়ে যেতে রাজী হয়নি। একবার জেলার ডি.আই.বি, এস.পি মন্টুকে খুব বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন। হাতে নাতে ধরেও ছেড়ে দিয়েছিলেন, মন্টুর সকাতর অনুরোধে নয়, অকাট্য স্পষ্ট যুক্তিতে টলে গেছিলেন উনি। নইলে অস্ত্র আইনে হাজত বাস অবধারিত ছিল। তাঁর প্রমোশনও সাত্তার মিঞা দু'হাত ভরে দিতেন। কিন্তু ধরেননি। তিনি সেদিন চাকরীর শেষ লগ্নে গঙ্গার বুকে নৌকার উপর পুলিশের গাড়িতে হেলান দিয়ে উদাস চোখে যা যা বলেছিলেন এই এলাকা, সীমান্ত-সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে, সব একশো ভাগই মিলে গেছে। সেই অম্লমধুর ঘটনার সাক্ষী অলোক সাহা, বামাপদ দাস। আজ অবস্থাটা আরো ভয়াবহ। কে বলে গোয়েন্দা বিভাগ দুর্বল ? এরা পারেনা এমন কাজ নাই। কোলকাতার গেয়েন্দারা আজো দিনকে রাত করে মাটি খুঁড়ে আসামী ধরে কত কিছুর কিনারা করছে। দাদা দিদিরা লাগাম দিয়ে রাখলে ওদের দোষ কি ! তবে সারা জীবন ব্যবহার হয়ে গেল মন্টুদের জেনারেশন। 'বুদ্ধিমানে চুরি করে বোকায় পড়ে ধরা'–দাদাঠাকুরের এ লাইনটা কি মন্টুদের জন্যই লেখা ? দলে গোষ্ঠিবাজীর শিকার, জাতপাতের শিকার, খুনের আসামী নিজের কংগ্রেস ও বিরোধী বামফ্রন্ট আমলে। জাতীয়তাবাদী দল থেকে স্পষ্টবাদী দল বলে যেখানে এলো, সেখানেও নোটের খেলা। পয়সা নিয়ে দলের কর্মীকে উপেক্ষা করে ভিনদলের লোককে গ্যাসের ডিলার, পেট্রোল পাম্প, নোমিনেশন ও তার সঙ্গে লক্ষ লক্ষ টাকা। এরা শ্যামাপ্রসাদ, দীনদয়ালের ছবি ভাঙ্গিয়ে করে খাচ্ছে, ওরা গান্ধী– নেহেরুর ছবি নিয়ে। রাজনীতিই ছাড়লো মন্টু। দেরী হয়ে গেছে তখন। লাঞ্ছনা, অস্থির মতির কলঙ্ক, অর্থনাশ, সংসারের প্রতি কর্তব্যে অবহেলার খোঁটা, ছেলের দিকে না তাকানো সব দিকেই ব্যর্থতা ঘিরে ধরেছে। ঘরে বাইরে আক্রমণের নিশানা বনে গেল। এই শহরেই দাড়ি গজানোর কালে এক দাপুটে বাবুর পঞ্চম বাহিনী হয়ে গেছিল তারা। বেশ কয়েক বছর অন্ধ থাকার পর চোখ ফুটলো সেদিন–যখন দেখলো যার বিরুদ্ধে এই বাবু লড়িয়ে দেয়, রাত জেগে পাহাড়া দিতে বলে হাতে মেশিন নিয়ে সেই বিরোধী বাবুই এই বাবুকে হাফ ডজন আণ্ডারপ্যান্ট তৈরী করে ভেট দিয়ে পাঠাচ্ছে, উনি দিয়ে পাঠাচ্ছেন আতপ চাল। শহরের বাইরে নিভৃতে তাদের মিলন হচ্ছে। পালিয়ে এসেছিল তারা। তরুণদের মধ্যে ভাগ করে দই মেরেছে। এরাই একদিন জন্ম দিয়েছে গজেন, বিদ্যুৎ, শঙ্করদের। বদনাম হয়েছে তাদের, সম্পদ বেড়েছে বাবুদের। ভালোমানুষের জায়গা জমি দখল করে বহু ক্লাবের জন্ম হয়েছে এভাবেই। যা দখল কর আমি আছি। যার দখল করা হলো তার বৌ কেঁদে পড়লে বলছে––কাকীমা আপনি যান বাঁদরদের শায়েস্তা আমিই করছি। সুদীপ বলছে রবু পণ্ডিতকে–ওকে মেরে পা ভেঙ্গে দিয়ে আমার কাছে আয় দেখছি কত বড় মস্তান। মন্টু গেলে বলছে–'রবুকে থাপড়ে সোজা করতে পারছিস না ! যেদিন তৃতীয় নয়ন ফুটেছিল, সেদিন বেলা গড়িয়ে বিকেল। আজ তারাই এম.এল.এ, সাংসদ, মন্ত্রী। মন্টুরা ঘেঁটু ফুলের ঝোপ, কুকুরে পেচ্ছাব করে। আজো সব দলে একই খেলা। সেদিন ঠিকাদারীতে, পঞ্চায়েতে এত অর্থ ছিলনা। আজ ঠিকাদারী, কাটমানি, ছোটখাট কাজ প্রচুর। দলে খুন বেড়েছে। মন্দিরে-মসজিদে পয়সা। পাড়ায় ক্লাবে ক্লাবে মদের জুয়ার ঠেক। বৌকে পেটা, বাপকে মার আর ভোট আমাকে দে। যে দলই

(৪ পাতায়)

মানসিকতা.....(২ পাতার পর)

ছিলেন য়ুনিআন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট, বাবা ছিলেন কংগ্রেস সভাপতি এবং এখন ছেলে সিপিএম বোর্ডে অঞ্চল প্রধান। বাড়ির বনেদীআনা অক্ষয়। খোলা মন নিয়ে কিছুতেই আমরা ভাবনা চিন্তা করতে পারি না, সত্যি উপযুক্ত কে ! বার বার আমাদের দাস মানসিকতা সঠিক নির্বাচনের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ইংরেজ কবে চলে গেছে, এখনও আমরা রাজ্যপালের নিবাসকে বলি 'রাজভবন'। কেন ? কোন্ রাজাটা বাস করেন সেখানে ? বরং সেই বিশাল অট্টালিকার আধুনিক নামকরণ হোক 'গণভবন'। সাধারণ মানুষদের দেখভালের জন্য যাঁরা আসেন, তাঁদের থাকবার বাড়ি। এখনও পাইলটের সাইরেন বাজিয়ে লালবাতির গাড়ি ছুটিয়ে কেউ চলে গেলে গাড়ির ভিতরের মানুষটিকে দ্রুততার মধ্যেও এক ঝলক দেখবার চেষ্টা করি। পারলে, ভাবধারা এমন––যেন রাজদর্শনে পুণ্যি হল। মন্ত্রিটন্ত্রি তো আমাদের মতনই এক মানুষ, এখন কঠা বছর একটু ঠাণ্ডা গাড়ি চড়া চড়ার সুযোগ পেয়েছেন। আবার কি ! ক'বছর পরই আবার ওঁকে আমাদের মতনই বাসে ট্রেনে দেখা যাবে। সেদিন এক পদ-হারা মন্ত্রিকে বহরমপুর গির্জার মোড়ে চায়ের ষ্টলে একা বসে চা খেতে দেখলাম। বড় কষ্ট হল, আজ আর সাগরেদরা নেই। উদাহরণ বাড়ালে লেখা বড় হয়ে যাবে। আমাদের মানসিকতা থেকে যতদিন আমরা এই দাস মনোবৃত্তি ছেঁটে না ফেলতে পারব, ততদিন পর্যন্ত এই বাৎসরিক স্বাধীনতা উৎসব সেই রাজরাজাড়াদের স্মরণোৎসবই হয়ে থাকবে। হীনমন্যতাকে বিদায় না দিতে পারলে ৬৮ কেন ৯৮ বছরেও আমাদের স্বাধীনতা সাবালক হবে না।

আধুনিক বাংলা.....(২ পাতার পর)

একটা মন কেমন করা ভাল-লাগা ঢেউ জাগত। তেল-কুচকুচে কালো রঙের গোল গোল গ্রামোফোন রেকর্ডগুলো যখন স্বপ্নের সওয়ারি হয়ে রেকর্ডের দোকান থেকে ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ত, তখন কি সমকালের কথা বাঙালির মনে থাকত না ? পুজা-প্যাণ্ডেল থেকে রেডিওর অনুরোধের আসর আচ্ছন্ন করে রাখত প্রতিমা, নির্মলা, আরতি, তরুণ, হেমন্ত, শ্যামল, মান্না, মানবেন্দ্র, লতা, আশা, সন্ধ্যা আরো কত নাম। আরও অনেক নাম বিস্মৃতির অন্ধকারে আবছা হয়ে গেছে। যেমন গায়ত্রী বসু, অমল মুখোপাধ্যায়, বাচ্চু রহমান, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, মৃণাল চক্রবর্ত্তী, বিশ্বজিৎ, বাসবী নন্দী, আরতি বসু, বাণী ঘোষাল, সনৎ সিংহ, গোরাচাঁদ মুখোপাধ্যায়, জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়, শ্রাবন্তী মুখোপাধ্যায়, রাণু মুখোপাধ্যায় এমনি আরো কত ! নব্বই এর দশক থেকে গ্রামোফোন রেকর্ডের রাজত্ব শেষ হলে অডিও ক্যাসেট যখন বাজারে এলো, তখন থেকেই কণ্ঠকে যন্ত্রস্থ করার প্রক্রিয়াটি আরো সহজসাধ্য হলো। ব্যবসাটাও আর এইচ.এম.ভি-র মনোপলি থাকলো না। সেই সঙ্গে কণ্ঠ বা সঙ্গীত নির্বাচনের ক্ষেত্রে আর শুদ্ধতার রক্ষার দিকেও নজর দেওয়া হল না। কমপ্যাকট ডিস্কের এম.পি.থ্রি-তে শতাধিক গানের সম্ভার নিয়ে সহস্রাধিক শিল্পী হাজির হল। সেই বহু বিচিত্রের মধ্য থেকে উঠে জায়গা দখল করলো জীবনমুখী, রিমেক, রিমিক্স, ব্যাণ্ড, আরও নানান গায়নশৈলী। প্রতিযোগিতার বাজারে ব্যবসায়িক সাফল্য পেতে যদি দিনে পঞ্চাশখানা গান যন্ত্রবন্দী করা হয়, তাহলে তার গুণগত মান তো কমবেই। এই জগাখিচুড়িতে এই প্রজন্মের কান "পেকে" গেছে বলে এবং বিভিন্ন টিভি চ্যানেলের পাশ্চাত্যপ্রভাবিত জগঝম্পের দৌরাত্ম্য আমাদের তরুণ প্রজন্মের রুচিকে একটা স্থায়ী 'শেপ' দিয়ে ফেলেছে বলে, ষাট-সত্তর দশকের বাংলা গানকে তারা অনুভবগম্যতার আওতায় আনতেই পারে না। হালের শিল্পীর গলায় রিমেক গানের প্রতি আকর্ষণ দেখেই বোঝা যায় যে অতীতের গানগুলির মধ্যেই প্রকৃতিগতভাবে লুকিয়ে আছে বাঙালি মানসের প্রাণভোমরা।

গ্রুপ ডি কর্মী .....(১ পাতার পর)

সব ওয়ার্ডে দলের পরাজিত প্রার্থীই চাকরীর কোটা পান। প্রার্থী পিছু ৫ থেকে ৬ লক্ষ টাকা আদায় করা হয়েছে। এছাড়া দুর্নীতিতে পরোক্ষভাবে যারা মদত দিয়েছেন সে রকম চার দলের চারজনকে নিয়োগ করা হয়েছে বিনা লেনদেনে। এদের মধ্যে আছেন সিপিএমের প্রাক্তন পুরপতি সুন্দর ঘোষের ছেলে, বিজেপির স্থানীয় নেতা ষষ্ঠীচরণ ঘোষের ছেলে, ফঃ ব্লক নেতা ইউসুফ হোসেনের ছেলে এবং তৃণমূলের সামসেরগঞ্জ ব্লক সভাপতি কাউসার আলির শ্যালক। এই প্রসঙ্গে আরো জানা যায়, বর্তমান পুরপতি বিজেপির সুবল সাহা ধুলিয়ানের একজন অতি সাধারণ ব্যবসায়ী। দশকর্মার দোকান। তার অবস্থা বর্তমানে শোচনীয়। পদে পদে সুবলবাবুকে হেনস্থা হতে হচ্ছে। তাঁকে নিষ্ক্রিয় করে রেখে মেওয়া খাচ্ছে অন্যান্য কাউন্সিলার। রাস্তা মেরামতের একটা ছোট বিল পাস করায় প্রকাশ্য রাস্তায় পুরপতিকে শারীরিকভাবে নির্যাতিত হতে হয় সিপিএম থেকে তৃণমূলে আসা আমরুল মহালদারের (কালু) হাতে। খবর, সুবল সাহাকে পুতুল করে রেখে এখন চারজন বোর্ড চালাচ্ছেন--আমরুল ছাড়া প্রাক্তন চেয়ারম্যান (চার মাসের) মেহেবুব আলম, সাজাহান মহালদার ও নুর ইসলাম। অন্যদিকে খবর--নিয়োগ সংক্রান্ত দুর্নীতির প্রতিবাদে টাউন কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ১৮ দফা দাবীসহ ডেপুটেশন দেয়া হয়। পুর দপ্তর পুলিশ বেষ্টিত থাকলেও ব্যাপক জনসমাগম দেখে পুরপতি সুবল সাহা গা ঢাকা দেন। এলাকার মানুষের অভিযোগ--প্রায় দু'বছর ধরে ধুলিয়ানে কোন উন্নয়নমূলক কাজ হয়নি। বোর্ড ঠিক রাখতে বিনা টেণ্ডারে কাউন্সিলারদের আত্মীয়দের কাজ দেয়া হচ্ছে যাদের কোন অভিজ্ঞতা নেই। আরো খবর--ক্লার্ক, স্যানেটারী ইন্সপেক্টর ইত্যাদি পদে গ্রুপ 'সি' -তে প্যানেল তৈরী হচ্ছে কাউন্সিলারদের ছেলে-মেয়ে-স্ত্রীর নামে। যাদের অনেকের শিক্ষাগত যোগ্যতা পর্যন্ত নাকি নাই।

অত্যাধুনিক স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার মোড়কে

হোটেল ইন্ডিগো

(রঘুনাথগঞ্জ বাস স্ট্যান্ডের সন্নিকটে)
পোঃরঘুনাথগঞ্জ(মুর্শিদাবাদ)
ফোন-০৩৪৮৩ / ২৬৬০২৩

সাধারণ ও এয়ার কন্ডিশন ব্যসস্থান, কনফারেন্স হল এবং যে কোন অনুষ্ঠানে সু-পরিষেবায় আমরাই এখানে শেষ কথা।

মন্টু গঞ্জে এলো.....(৩ পাতার পর)

কর-ফেলো কড়ি মাখো তেল, তুমি কি আমার পর ? বহুদিন আগে তারাপীঠের শ্মশানে এক গা ছম্‌ছম্‌ অমাবস্যার রাতে মন্টুকে "শঙ্কর খ্যাপা বলেছিলেন তোকে ভুতে হাসাবে শালা। তার মানেটা না বুঝে খুব ভয় পেয়েছিল মন্টু। সাধুদের ঝোপ্‌ড়ায় গিয়ে সব খুলে বলে। তাঁরা বিচার করে, চিন্তা করে বলেন "এঁরা বাক্‌সিদ্ধ, বামাখেপার পরে তিনিই আছেন। তুই এখন যা করছিস যা ঠিক ভাবছিস, একদিন দেখবি এইসব করার জন্যে তোরই হাসি পাবে। তুই দিন দিন নানা ঝামেলার পথ থেকে একান্তে সরে যেতে থাকবি। তোর মানসিক উন্নতি হবে। উনি অভিশাপ দেননি। ঐ কথা তোর জীবনে আশীর্বাদ হয়ে ফলবে। ভুত মানে প্রেত নয় অতীত।" হয়ত তাই। আজ বহু ক্ষত বিক্ষত হবার পর রামায়ণের ভরতের মতোই বিনা দোষে বিনা কারণে নিজনিজ স্বার্থে তাকে অন্যায় দোষারোপ করে ঘরে বাইরে আসামীর কাঠগড়ায় তোলা হলেও সে দমকা ঝড়ে প্রতিবাদী চরিত্রটা আজও হারিয়ে যেতে দেয়নি। দুর্দৈবতাকে ভয়ঙ্কর পরীক্ষায় ফেললেও সে সাহস নিয়ে একাই লড়ে যাচ্ছে। বন্ধু,আত্মীয়স্বজন কি করবে ? সব বেলোয়ারী ঝাড় ! মহাবিপদে কেউ কিছুনা ! অর্থ নাই যার কেউ নাই তার ! তবু তাকে প্রেরণা জোগায় নির্বাক কিছু প্রতিবাদী চরিত্র, কিছু মহাপুরুষের বীর গাথা। ছোটবেলায় বাবার চিনিয়ে দেওয়া রাতের তারারা ঐ কালপুরুষ তাকে যেন বলে-ভয় কি খেপা ! আমরা আছি। লোক না পোক্‌। যে যা বলে বলুক। তুই দেখবি নিজে ঠিক আছিস কিনা। একদিন মনে হয়েছিল কি পেলাম জীবনে। জমার ঘরে শুধুই হাহাকার অশ্রু বেদনা ! আজ মন্টুর মনে হয় যা পেয়েছি তাই বা কম কি ? অজস্র মানুষের স্নেহ ভালোবাসায় আজও ভাটা পড়েনি। কত গ্রামের কত বিপদগ্রস্ত আর্ত নিজের জন মনে করে ছুটে তো আসে ! রাজনীতি ছাড়লেও তারা অভিমানে সড়ে যায়নি। নির্দোষ কারো ক্ষতিও করেনি, অর্থের লোভে চুরিও করেনি। ভুল ত্রুটি মানুষ মাত্রেই করে। ফণী কাকাও কি এতদিনে আকাশের তারা হয়ে গেছে ? তারাদের দিকে তাকিয়ে মন্টু ভাবে রামায়ণ মহাভারতে বহু দৃষ্টান্ত আছে, যারা ধর্ম মেনে সোজা পথে মাথা উঁচু করে চলে-তাদেরকেই রক্ত মাখা চরণ তলে একলা কাঁটা বেছানো পথ দলে চলতে হয়। কত কবির গানেও তা বলা আছে। ওঁরা সবাই তো কত বড় তবু কত দুঃখী। মন্টুর চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে হয় ফণী কাকা-তোমার কথা শুনেছি। ঠ্যালা সামলে নিতে পারবো কিনা জানিনা কিন্তু এখনো অপমানের চাবুক খেয়েও সোজা আছি, ভেঙ্গে পড়িনি। মহালয়ার তর্পণের দিন চোখের জলে গঙ্গার জলে একাকার হয়ে পিতৃ পুরুষদের উদ্দেশ্যে মন্টু বলে তোমরা,সব দোষ ক্ষমা করে দিও। আশীর্বাদ করো, শেষ দিন পর্যন্ত যেন অসুরদের কাছে হেরে না যাই।

ক্যাসেটটা এবার চালিয়ে দেয় মন্টু..মন চলো নিজ নিকেতনে। (শেষ)

তৃণমূলের ব্লক সভাপতি .....(১ পাতার পর)

ক্ষমতাচ্যুত করে ঐ পদের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল ইমাজুদ্দিন বিশ্বাসকে। দ্বিতীয়বার সভাপতির দায়িত্ব পাবার পর আব্দুল ওয়াজেদ প্রায় পঞ্চায়েতে নতুন কমিটি গঠন করেন। এই নিয়ে বাক্‌বিতণ্ডা মন কষাকষিতে কয়েক জায়গায় সভা ভণ্ডুল হয়ে যায় বলে খবর। কমিটি থেকে বাদ পড়া কর্মীরা এই আক্রমণের সঙ্গে জড়িত বলে এলাকার অনেকের ধারণা।

জঙ্গিপুরের গর্ব

আমাদের প্রতিষ্ঠান দুপুরে বন্ধ থাকে না।

জঙ্গীপুর গিনি হাউস

শীততাপনিয়ন্ত্রিত শোরুম
আমরা ক্রয়ের উপর ক্রেডিট কার্ড ও ডেবিট কার্ড গ্রহণ করি
গহনা ক্রয়ের উপর ১২ মাস টাকা জমিয়ে ১ কিস্তি ফ্রি পাওয়া যায়।
আপনার প্রিয় শহর রঘুনাথগঞ্জ (দরবেশপাড়া), মুর্শিদাবাদ, Mob-9434442169 /9733893169

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ- রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন - ৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।